বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলায় গতকাল পতাকা উত্তোলন দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খানসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তারা —বাংলাদেশ প্রতিদিন

# বর্ণাঢ্য আয়োজনে পতাকা উত্তোলন দিবস পালন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

পতাকা। একখণ্ড কাপড়। কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্বের জানান দেয় এই একখণ্ড কাপড় উত্তোলনের মাধ্যমে। এই একখণ্ড কাপড় ঘিরে আবর্তিত হয় একটি জাতির মর্যাদা, বিজয়, গৌরব, অস্তিত্ব। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব জানান দিতে এবং মুক্তির সংগ্রাম চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত এগিয়ে নিতে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ উত্তোলিত হয় লাল সবুজের পতাকা। '৭১-এ যে পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল, তা আজও পৃথিবীকে জানান দেয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের।

'৭১-এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনসংলগ্ন বটতলায় পতাকা উত্তোলনের স্মরণে প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস'।

গতকাল কলাভবনসংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলনকারী আ স ম আবদুর রব। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

## বর্ণাঢ্য আয়োজনে পতাকা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনশী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এ সময় প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিসপ্রধানগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান তাঁর বক্তব্যে জাতির ইতিহাসে ধারাবাহিকতা ও মাইলফলকের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'ইতিহাসের মাইলফলকগুলোই একটি জাতির পরিচয় নির্ধারণ করে এবং আমাদের ঐক্য চেতনা ও দায়িত্ববোধকে শানিত করে।'

তিনি জাতির গৌরবময় অভিযাত্রায় অবদান রাখা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'জাতি হিসেবে তাঁদের অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি।'

সভাপতির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, 'জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাপর্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সবুজ রং আমাদের সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ ও তারুণ্যের প্রতীক, আর লাল বর্ণ শহীদদের রক্ত ও আত্মত্যাগের প্রতিফলন। একই সঙ্গে জাতীয় পতাকা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগায় এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে।'

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, '১৯৭১ সালের ১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ২ মার্চ কলাভবন প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ পায়। সবুজ জমিনে লাল বৃত্ত ও সোনালি মানচিত্রসংবলিত সেই পতাকা ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যয়ের প্রতীক।' তিনি বলেন, 'জাতীয় পতাকা কেবল সার্বভৌমত্বের প্রতীক নয়; এটি তারুণ্যের দেশপ্রেম, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারও বহন করে।' ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান তিনি।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, '১৯৭১ সালে সাহসিকতার সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি আসে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয়ের মাধ্যমে। তবে পতাকা দিবস কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়; বরং যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল-সার্বভৌম, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা-তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।'

স্বাগত বক্তব্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, 'লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস ও আত্মত্যাগের দৃশ্যমান প্রতীক।' তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় পতাকা দিবস তাই কেবল আনুষ্ঠানিকতা না, বরং ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও জনসম্পৃক্ত বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার দিন।'

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ ফাল্গুন ১৪৩২

DU in Media

03 March 2026

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় প্রাঙ্গনে উত্তোলন দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান

### পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপিত

# জাতীয় পতাকা জাতির পরিচয়, ঐক্য ও জাগরণের প্রতীক : ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, জাতীয় পতাকা কোনো সাধারণ কাপড় নয়; এটি একটি জাতির পরিচয়, ঐক্য ও জাগরণের প্রতীক। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনশী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এ সময় প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ▪ ৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

## জাতীয় পতাকা জাতির পরিচয়, ঐক্য ও

৩য় পৃষ্ঠার পর

ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।

সভাপতির বক্তব্যে প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাপর্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সবুজ রঙ আমাদের সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ ও তারুণ্যের প্রতীক, আর লাল বর্ণ শহীদদের রক্ত ও আত্মত্যাগের প্রতিফলন। একই সাথে জাতীয় পতাকা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগায় এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ২ মার্চ কলাভবন প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ পায়। সবুজ জমিনে লাল বৃত্ত ও সোনালি মানচিত্র সংবলিত সেই পতাকা ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যয়ের প্রতীক। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকা কেবল সার্বভৌমত্বের প্রতীক নয়; এটি তারুণ্যের দেশপ্রেম, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারও বহন করে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান তিনি।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ১৯৭১ সালে সাহসিকতার সাথে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি আসে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয়ের মাধ্যমে। তবে পতাকা দিবস কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়; বরং যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল-সার্বভৌম, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা- তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

স্বাগত বক্তব্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস ও আত্মত্যাগের দৃশ্যমান প্রতীক। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় পতাকা দিবস তাই কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার দিন। বিজ্ঞপ্তি।

The New Age

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan inaugurates the Flag Hoisting Day programme by hoisting the national flag at Bot-tola adjacent to the Arts Building on the campus on Monday. — New Age photo

# Flag Hoisting Day observed

**DU Correspondent**

THE Flag Hoisting Day was observed in Dhaka on Monday to mark the day when Bangladesh's national flag was hoisted for the first time on the campus of the University of Dhaka in 1971.

Dhaka University authorities and the Jatiya Samajtantrik Dal-JSD chalked out separate programmes to observe the day.

ASM Abdur Rob, the then vice-president of the Dhaka University Central Students' Union, hoisted the flag atop the university's Arts Building on behalf of the Swadhin Bangla Chhatra Sangram Parishad on March 2, 1971, more than three weeks before the proclamation of the country's independence. Rob, then a leader of Chhatra League, is now the president of the JSD.

On the Dhaka University campus, the university's vice-chancellor, Professor Niaz Ahmed Khan, inaugurated the day's programme by hoisting the national flag at the Bot-tola premises adjacent to the Arts Building of the university.

Addressing the day's event, the vice-chancellor said that the national flag was not an ordinary piece of cloth, but a symbol of a nation's identity, unity and awakening.

Presided over by pro-vice-chancellor (administration) Professor Sayema Haque Bidisha, the event was addressed, among others, by pro-vice-chancellor (education) Professor Mamun Ahmed and treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury.

Coordinated by the Faculty of Arts dean, Professor Mohammad Siddiqur Rahman Khan, the programme was conducted by acting registrar Munshi Shams Uddin Ahmed.

Students of the university's music and dance departments performed the national anthem, patriotic songs and dance at the programme.

The university proctor, deans of different faculties, provosts of various halls, chairpersons of departments, directors of institutes, office heads, teachers, students, officers and employees attended the programme.

ASM Abdur Rob was invited to attend the event as an honourable guest, but he could not attend the programme due to his illness.

The Jatiya Samajtantrik Dal-JSD organised a discussion meeting at the National Press Club in the morning to mark the day.

JSD senior vice president, Tania Rob, general secretary Shahid Uddin Mahmod Shapon, Bangladesh Nationalist Party leader and Dhaka South City Corporation administrator Abdus Salam, Nararik Oikya president Mahmudur Rahman Manna, Gonoforum acting president Subrata Chowdhury, Rashtra Sanskar Andolan president Hasnat Quaiyum, Bangladesh Jasod general secretary Nazmul Haque Prodhan addressed the discussion conducted by JSD organising secretary SM Samsul Alam Nixon.

The country's first national flag featured a golden map of Bangladesh inside a red circle set against a green background.

During the War of Independence, the flag served as a symbol of the state of Bangladesh and was used by the provisional government to bolster its political, diplomatic and military struggle to free the country from the Pakistani military.

After independence, a modified version of the flag, with the map removed, was officially adopted as the national flag on January 17, 1972.

সংগ্রাম

### ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপিত

# জাতীয় পতাকা জাতির পরিচয় ঐক্য ও জাগরণের প্রতীক

■ সংগ্রাম ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, জাতীয় পতাকা কোনো সাধারণ কাপড় নয়; এটি একটি জাতির পরিচয়, ঐক্য ও জাগরণের প্রতীক।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এর আগে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনশী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এসময় প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান তার বক্তব্যে জাতির ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও মাইলফলকের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইতিহাসের এই মাইলফলকগুলোই একটি জাতির পরিচয় নির্ধারণ করে এবং আমাদের ঐক্য, চেতনা ও দায়িত্ববোধকে শাণিত করে।

তিনি জাতির গৌরবময় অভিযাত্রায় অবদান রাখা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, জাতি হিসেবে তাদের অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং তাদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি।

জাতীয় ঐক্য অটুট রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এর কোনো বিকল্প নেই; এটি আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। জাতীয় পতাকা আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখবে-এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাপর্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সবুজ রং আমাদের সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ ও তারুণ্যের প্রতীক, আর লাল বর্ণ শহীদদের রক্ত ও আত্মত্যাগের প্রতিফলন। একই সঙ্গে জাতীয় পতাকা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগায় এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ২ মার্চ কলাভবন প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ পায়। সবুজ জমিনে লাল বৃত্ত ও সোনালি মানচিত্র সংবলিত সেই পতাকা ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যয়ের প্রতীক। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকা কেবল সার্বভৌমত্বের প্রতীক নয়; এটি তারুণ্যের দেশপ্রেম, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারও বহন করে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান তিনি।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ১৯৭১ সালে সাহসিকতার সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি আসে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয়ের মাধ্যমে। তবে পতাকা দিবস কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়; বরং যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল-সার্বভৌম, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা-তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

স্বাগত বক্তব্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের অস্তিত্ব, স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস ও আত্মত্যাগের দৃশ্যমান প্রতীক। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় পতাকা দিবস তাই কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার দিন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

ইত্তেফাক

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের বটতলায় ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপিত হয় —ইত্তেফাক

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদযাপন করা হয়েছে গতকাল সোমবার। কলা ভবনসংলগ্ন বটতলায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান • সমকাল